Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 22nd July, 1953 { ১০ম সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,১৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

কংগ্রেস রাজ্য

—০—

আমরা গত ছয় বৎসর হইতে এই স্বাধীনতার নামকরণে শ্বাধীনতা (শ্বা—কুকুর) দেখিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—'গ্রে' (grey) মানে 'ধূসর'—পাকা চুলকে ইংরাজীতে "গ্রে হেয়ার" বলে। যে সমস্ত কংগ্রেস দরদী লোক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'গ্রে হেয়ার' অর্থাৎ পক্ব কেশ বিশিষ্ট বৃদ্ধ প্রবীণদের অধিকাংশই পরলোকগত, যদিও বা কেহ কেহ বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের দুষ্ক্রিয়া দেখিয়া উহাকে নমস্কার করিয়া তফাতে গিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং কংগ্রেসের "গ্রে" বাদ গেলেই বাকী থাকিল কংস। আমরা "গ্রে" শূন্য কংগ্রেস রাজ্যেই বাস করিতেছি। এই রাজত্বে বাঙলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে রাস্তার মিছিলে নারীহত্যা দেখিয়াছি, কুচবিহারে দুটি চালের জন্য বুভুক্ষু শিশুহত্যার কথা কাগজে পড়িয়াছি। বর্ত্তমানে কি মতলবে জানি না, বাঙলা সরকার কলিকাতা ট্রাম কোম্পানি নামক বিলাতী কোম্পানির ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৫ পয়সা বৃদ্ধি মঞ্জুর করিয়া গত ১লা জুলাই হইতে যে নূতন কিস্মত জাহির করিয়াছেন, তাহা প্রতিরোধ জন্য বামপন্থী কতিপয় নেতা ও মেহনতী অভাবগ্রস্ত জনসাধারণ প্রতিরোধ কমিটী গঠন করিয়া আন্দোলন সুরু করিলেন। এই কীর্ত্তন সুরু করিয়া দিয়া বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় নিজের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। সাধারণ নির্ব্বাচনে ফেল কিন্তু কম্পার্টমেণ্টালে পাস খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে প্রধান মন্ত্রীরপে এবং শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে বাঙলার শাসনকার্য্য এবং তৎসহ তাঁহার সাধের বিলাতী বণিক কোম্পানির ৫ পয়সা হিসাবে লুণ্ঠন কার্য্য অব্যাহত রাখার জন্য ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। বুদ্ধির জাহাজ ডাঃ রায় এই দুইজনের মনে যে আত্মযোগ্যতারূপ অহংকার আছে, তাহা যাচাই করিবার জন্য এই ৫ এক পয়সার যুদ্ধ চালাইবার ভার দিয়া গেলেন কিনা, তাহা তিনিই জানেন। কীর্ত্তনের মূলগায়েন গানের মাতানের মুখে নিজে সরিয়া যেমন দোহারগণের কিস্মৎ দেখেন এবং দেখান, ডাঃ রায় তাহাই করিলেন কিনা কে জানে।

মূলগায়েন গাহিলেন—"রাধার কোমরে ঘাগরী শোভে ভাল," মাতানে দোহাররা খোলের তালে তালে লাফায় আর চেঁচায়—

রাধার কোমরে ঘা··· ···রাধার কোমরে ঘা,
ঐ রাধার কোমরে ঘা!

মূলগায়েন গাহিয়া গেলেন—"রাধার চরণে গুঞ্জরিছে নূপুর," মাতানে দোহারেরা লাফায় আর উচ্চকণ্ঠে গাহে—রাধার চরণে গু···! ঐ রাধার চরণে গু···।

নব মুখ্য ও নব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁহাদের আদর্শ মূলগায়েনকে যেমন পুলিশ সৈন্য ইত্যাদির উপর 'চালাও গুলি!' হুকুম জারী করিতে দেখিয়াছেন। ইঁহারাও তাহাই প্রয়োগ করিয়া কলিকাতাতে রক্তস্রোত বহাইবার উপক্রম করিয়াছেন।

১৫ই জুলাই হরতাল ঘোষণা করে—প্রতিরোধ কমিটী। সরকার যাহাতে হরতাল না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরতাল ভাঙিবার জন্য পশ্চিম বাঙলার অহিংস কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ মহাশয়, দৈত্যকুলের স্বপক্ষে যেমন শুক্রাচার্য্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন, তেমনি নামিয়া পড়িলেন তাঁহার অহিংস বাহিনী লইয়া। তাঁহার এই অভিযান দেখিয়া আমাদের মনে হয়—বনবাস হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন সময়ে রামচন্দ্র যখন তাঁহার চণ্ডাল মিতা গুহকের আবাসে একদিন অবস্থান কালে, গুহক তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে নাচের আয়োজন করেন, রামায়ণ গানে সেই অঙ্কের বর্ণনা—চণ্ডালরা মাদল বাজায় আর চণ্ডালিনীরা নাচে। গুহকের দুই পত্নী এমন কি আনন্দে তাঁহার মাতৃদেবীও নাচিতে আরম্ভ করেন। যে চণ্ডালিনী রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তিনিও হাতা বেড়ী লইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কথক তাহা বর্ণনা করিয়া গাহিলেন—

বড়কী নাচে, ছোট্‌কী নাচে
নাচে গুহকের মা।
হেঁসেলে রাঁধুনী বলে—
হামভি নাচেঙ্গা।

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষও স্ববাহিনী সহ হরতাল ভাঙিতে লাগিয়া পড়িলেন।

একটা কথা—হেমন্ত বসু, জ্যোতি বসু, সুবোধ ব্যানার্জি প্রভৃতি এক একটি বামপন্থী দলের নেতাদের গুণ্ডামিতে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হইয়াছে, অতুল্য ঘোষ, বিজয় সিংহ নাহার সরকারের প্রদত্ত কোন্ ক্ষমতার বলে এই হাঙ্গামায় যোগ দিতে হকদার হইলেন? মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় যেমন মীনা পেশোয়ারীর দলের গুণ্ডারা জানিত সুরাবর্দ্দীর পুলিশের বন্দুকের নল তাহাদের দিকে ফিরিবে না, তাহাদের সাহায্যই করিবে, অতুল্য ঘোষও আজ স্বদলকে সেই অবস্থায় দাঁড় করাইয়া কেল্লা ফতে করিতে চাহেন। কংগ্রেস ও সরকারের সর্ব্বশক্তি ব্যর্থ হইয়াছে হরতাল ভাঙিতে।

১৫ই জুলাই হরতাল ছিল। যেমন লঙ্কা দাহনের পর লঙ্কার আগুন নিবিল, কিন্তু হনুমানের ল্যাজের আগুন নিবে নাই, তেমনি পরাজয়ের ক্রোধে পুলিশের বর্ব্বরতার মাত্রা চরমে উঠিয়াছে। ইহারা কলেজের ছাত্রদের পিটাইয়াছে। বিনা ওয়ারেণ্টে বাড়ীতে ঢুকিয়া মারপিট করিয়াছে। যাদবপুরে গুলি চালাইয়া নরহত্যা করিয়াছে। মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি এবং খুন করিবার জন্য গুলি চালাইবার কাপুরুষতা ইংরেজও করিতে ইতস্ততঃ করিত। সংবাদপত্রের নিরীহ রিপোর্টারকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দিয়াছে পুলিশ।

পথচারিণী তরুণী মহিলাকে প্রহার করিতে করিতে হ্যাঁচরাইয়া কয়েদী গাড়ীতে ঢুকিতে বাধ্য করিয়াছে। স্বনামধন্য বসুমতী সম্পাদক বারীন ঘোষকে তাঁহার জানালা বন্ধ করার জন্য বন্দুক দেখাইতে ছাড়ে নাই এক দুর্বৃত্ত পুলিশ। ডাঃ বিধানচন্দ্র যে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দোহারদের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, সুযোগ্য দোহারবৃন্দ সারা

নগরীর উপর পুলিশ লেলাইয়া দিয়া সেই কীর্ত্তনের ধূলোট করিয়া পুলিশী তাণ্ডব নৃত্য দেখাইয়া অহিংস নীতির আদ্যশ্রাদ্ধ এমন কি সপিণ্ডীকরণ আরম্ভ করিয়াছেন।

পুরাণোক্ত কংস রাজ্যে নির্দ্দোষীর নির্য্যাতন এর বেশী আর কি হইত?

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে রিজনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে প্রত্যেকটি ট্রেনের জন্য তিনখানি করিয়া বাস যাইবে ও প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রী লইয়া ঐ তিনখানি বাসই রঘুনাথগঞ্জ টাউনে ফিরিয়া আসিবে। যদি তিনখানি বাসে যাত্রীদের সহজভাবে বসিবার স্থান সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে উক্ত যাত্রীদিগকে লইয়া আসিবার জন্য পুনরায় বাস ষ্টেশনে আসিতে বাধ্য থাকিবে। অভিযোগ করা হইয়াছে যে তিনখানি বাস প্রত্যেকটি ট্রেনের জন্য যাইতেছে না। বাস কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রীদের সহিত দুর্ব্যবহার সম্বন্ধেও নানারূপ অভিযোগ আসিতেছে। উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম যদি কোনও যাত্রী দেখেন বা তাঁহার যদি বাস কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে লিখিতভাবে মহকুমা শাসককে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

মহকুমা শাসক

পতাকা দিবসে মুর্শিদাবাদের দান

১৯৫২ সালের ৮ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পতাকা দিবসে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট দুই হাজার একশত পঁয়ত্রিশ টাকা আট আনা নয় পাই সংগৃহীত হইয়াছে। (প্রচার দপ্তর)

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট

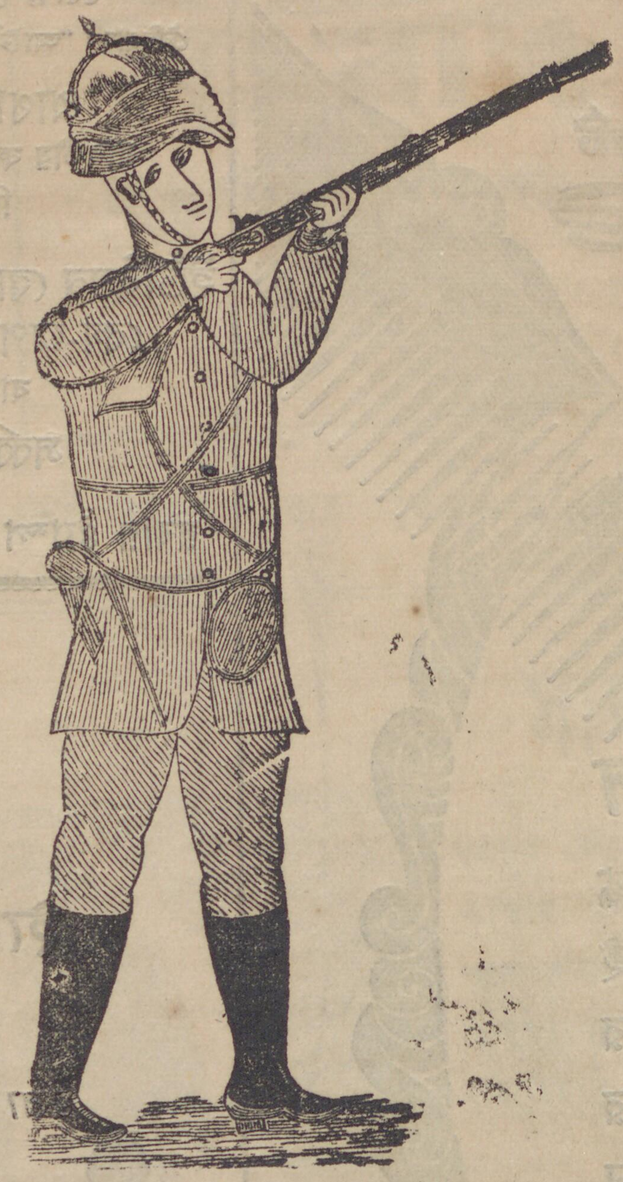

দিন দুপুরেতে ডাকাতি করিয়া
বেমালুম সব ভাগে—
কখনও দেখিনি রাইফেল নিয়ে
দাঁড়া'তে তাদের আগে।
লেফট রাইট্—রাইট্ লেফট্
হরদম্ 'বার্গ্লারী' হরদম 'থেফ্ট্'
মার্ক্ টাইম্, মার্ক্ টাইম্,
"ডে বাই ডে ইন্ক্রিজিং ক্রাইম্"
"এ্যাবাউট-ঠার্ণ" "কুইক মার্চ্চ"
বে-ওয়ারেণ্ট্মে হাউস্-সার্চ্চ!
"হার্মলেস্ এ্যাণ্ড আর্মলেস্ ম্যান্,"
পাকাড়কে ভরো "প্রিজন্-ভ্যান্"।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই আগষ্ট ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৫১ খাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠী দেং মদনমোহন রায় দিং দাবি ৩৪।/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামপুর ৫-৪৯ শতকের কাত ১৪।৶৫ আঃ ২০৲ খং ২০৮

৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং মদনমোহন রায় দাবি ২৩॥৶০ মৌজাদি ঐ ৩০১ শতকের কাত ৮।৶৩ আঃ ১৫৲ খং ২১৩

১০৯ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং অন্নপূর্ণা দাসী দিং দাবি ২৬৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৪৩ শতকের কাত ১।০ আঃ ১০৲ খং ৯২৭

১৬৭ খাং ডিঃ সেহেরুদ্দিন বিশ্বাস দেং অনেসান বিবি দিং দাবি ২২।৶৯ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ৩ শতকের কাত ১॥০ আঃ ৮৲ কোর্ফা স্বত্ব

২১৩ খাং ডিঃ দোস্তমহম্মদ মণ্ডল ওরফে কালু মণ্ডল দিং দেং নগেন্দ্রনাথ সাহা দিং দাবি ২১।৶৩ থানা সুতী মৌজে ফতেপুর ৮ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১০৲ খং ৬৫

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেন্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।